সমকাল

তারিখ 13 JAN 2018
পৃ ১৮ কলাম ১-৬

শিক্ষানবিশ চিকিৎসকদের মাসিক ভাতা বাড়ছে

মেয়াদকাল ২ বছর করার পরিকল্পনা

■ রাজবংশী রায়

শিক্ষানবিশ চিকিৎসকদের মাসিক ভাতা দ্বিগুণ হচ্ছে। তাদের মাসিক ভাতা ১০ হাজার থেকে বাড়িয়ে ২০ হাজার টাকা করা হবে। সম্প্রতি স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় থেকে এ-সংক্রান্ত একটি প্রস্তাব অর্থ মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হয়েছে। ওই প্রস্তাব অনুমোদন হলেই শিক্ষানবিশ চিকিৎসকদের ভাতা বৃদ্ধির বিষয়ে দীর্ঘদিনের দাবি পূরণ হবে। একই সঙ্গে শিক্ষানবিশ চিকিৎসকদের শিক্ষানবিশকাল এক বছর থেকে বাড়িয়ে দুই বছর করার বিষয়ে সরকার চিন্তা-ভাবনা করছে।

স্বাস্থ্যমন্ত্রী মোহাম্মদ নাসিম সমকালকে বলেন, শিক্ষানবিশ চিকিৎসকদের ভাতা বাড়ানোর প্রস্তাবনা অর্থ মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হয়েছে। সেখান থেকে অনুমোদন হলেই তাদের ভাতা বাড়বে। শিক্ষানবিশকাল এক বছর থেকে বাড়িয়ে দুই বছর করার বিষয়ে বিএমডিসি, বিএমএসহ বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে আলোচনা চলছে। সবার মতামতের আলোকে এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।

স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় সূত্রে জানা গেছে, স্বাস্থ্যমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব নেওয়ার পরপরই মোহাম্মদ নাসিম শিক্ষানবিশ চিকিৎসকদের ভাতা দ্বিগুণ করার পক্ষে মত দেন। চিকিৎসকদের শীর্ষ সংগঠন বাংলাদেশ মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশনকে (বিএমএ) তিনি এ বিষয়ে একটি প্রস্তাবনা দেওয়ার নির্দেশনা দেন। এরপর বিএমএ বিভিন্ন বিষয়ে যাচাই-বাছাই করে প্রায় ছয় মাস আগে শিক্ষানবিশ চিকিৎসকদের বেতন-ভাতা ১০ হাজার থেকে বাড়িয়ে ২০ হাজার টাকা করার একটি প্রস্তাবনা স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ে জমা দেয়। স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় থেকে ওই প্রস্তাবনা অর্থ মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হয়। সরকারি চাকরিজীবীদের পে স্কেল বাস্তবায়নের পর শিক্ষানবিশ চিকিৎসকদের ভাতা বাড়ানোর বিষয়টি বিবেচনার আশ্বাস দিয়েছে অর্থ মন্ত্রণালয়।

এমবিবিএস ও বিডিএস কোর্সে পাঁচ বছর পড়াশোনা শেষে উত্তীর্ণ হয়ে চিকিৎসকরা এক বছর শিক্ষানবিশকাল অতিক্রম করেন। এ সময় সরকারি মেডিকেল ও ডেন্টাল কলেজের শিক্ষার্থীরা প্রতি মাসে ১০ হাজার টাকা করে ভাতা পান।

বাংলাদেশ মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশনের (বিএমএ) মহাসচিব অধ্যাপক ডা. ইকবাল আর্সলান সমকালকে বলেন, শিক্ষানবিশ চিকিৎসকদের ভাতা বৃদ্ধি-সংক্রান্ত একটি প্রস্তাবনা বিএমএর পক্ষ থেকে তৈরি করে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ে জমা দেওয়া হয়েছে। স্বাস্থ্যমন্ত্রী নিজেও শিক্ষানবিশ চিকিৎসকদের ভাতা বৃদ্ধির পক্ষে তার সমর্থন দিয়েছেন। ভাতা বৃদ্ধি পেলে অন্যদের সঙ্গে তাদের বৈষম্য কিছুটা হ্রাস পাবে বলে মনে করেন তিনি।

স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের চিকিৎসা, শিক্ষা ও জনশক্তি উন্নয়ন শাখার হিসাব অনুযায়ী, ২৩ সরকারি মেডিকেল ও ডেন্টাল কলেজে আড়াই হাজারের ওপরে শিক্ষানবিশ চিকিৎসকের মাসিক ভাতা বাবদ বছরে ২৫ কোটি টাকা ব্যয় হচ্ছে। ভাতা দ্বিগুণ হলে প্রায় ৫০ কোটি টাকার প্রয়োজন হবে। চলতি শিক্ষাবর্ষে ৩০ সরকারি মেডিকেল কলেজ, একটি ডেন্টাল কলেজ ও ৮ ডেন্টাল ইউনিটে ৩ হাজার ৭৪৪ শিক্ষার্থী ভর্তি হয়েছেন। পাঁচ বছর পরে তাদের শিক্ষানবিশকালে ৭৪ কোটি ৮৮ লাখ টাকা ব্যয় হবে।

শিক্ষানবিশ চিকিৎসকরা ২০০৫ সালের আগে ■ পৃষ্ঠা ১৫ : কলাম ৩

শিক্ষানবিশ

[তৃতীয় পৃষ্ঠার পর]

তিন হাজার টাকা করে মাসিক ভাতা পেতেন। ২০০৫ সালে তা বাড়িয়ে পাঁচ হাজার টাকা এবং ২০১১ সাল থেকে ১০ হাজার টাকা করা হয়। এরপর সরকারি সব পর্যায়ের চাকরিজীবীদের বেতন-ভাতা বাড়ানো, বাজারমূল্যের ঊর্ধ্বগতি এবং জীবনযাত্রার ব্যয়ের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে ভাতা দ্বিগুণ করার দাবি জানান শিক্ষানবিশ চিকিৎসকরা। দাবি আদায়ে বিভিন্ন মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের শিক্ষানবিশ চিকিৎসকরা কয়েক দফা আন্দোলনও করেন। পরে সরকার বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে ভাতা বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত নেয়।

স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় সূত্র জানিয়েছে, শিক্ষানবিশ চিকিৎসকদের শিক্ষানবিশকাল এক বছর থেকে বাড়িয়ে দুই বছর করার বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা করছে সরকার। এক বছর মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল এবং এক বছর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে শিক্ষানবিশ চিকিৎসকরা দায়িত্ব পালন করবেন এমন চিন্তা-ভাবনা চলছে। দেশের প্রত্যন্ত এলাকা ও গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করতে সরকার এ পরিকল্পনা করছে। চিকিৎসকদের সনদ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান বিএমডিসি, বিএমএসহ বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে বিষয়টি নিয়ে সরকার আলাপ-আলোচনা করছে।